ادابُ الاذان

আযানের আদব

pdf by :
MOHAMMAD ABDUL AWAL
Mobile : 01745 33 56 34
সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী

প্রণীত :-
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আল্ কাদেরী
সাং— সতরশ্রী
পোঃ— রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা :- নেত্রকোনা

হাদিয়াঃ তিনটাকা মাত্র

● প্রকাশনায় ও ব্যবস্থাপনায় :

গিয়াস উদ্দিন আহমাদ

ঝাউতলা, কুমিল্লা।

● প্রাপ্তিস্থান :

শাহজাদা ছদরুল আমীন রেজভী

ছুন্নী আল কাদেরী

সাং—সতরশ্রী

পো:—রেজভীয়া এতিমখানা

জেলা—নেত্রকোনা

● বন্দিশাহী লাইব্রেরী

২০, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা।

: ভূমিকা :

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারীম

এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, কোন ক্ষুদ্র জিনিসকে তুচ্ছ ধারণা করিতে নাই। ছোট্ট একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ গোটা একটি দেশ জ্বালাইয়া দিতে পারে। নিতান্ত ছোট্ট উইপোকা মস্ত বড় ক্ষতি সাধন করিতে পারে। অপরদিকে সামান্য একটু পানি সময় মত একটি জীবন রক্ষা করিতে পারে। অনুরূপভাবে ছোট্ট একটি গোনাহের কাজকে ছোট্ট ধারণা করিতে নাই। আবার ছোট্ট একটি নেক কাজকেও সামান্য জ্ঞান করিয়া অবহেলা করিতে নাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে—যে একটি ছুন্নত ছাড়িয়া দিবে সে রাছুলে পাকের সুপারিশ পাইবে না। পক্ষান্তরে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি একটি মৃত ছুন্নতকে জিন্দা করিবে সে রাছুলে পাকের সঙ্গে বেহেশতী হইবে। আরও বর্ণিত আছে—রাছুলে খোদা এরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি একটি মৃত ছুন্নতকে জিন্দা করিবে সে একশত শহীদের ছওয়াব লাভ করিবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল আযান সংক্রান্ত একটি ভুলপ্রথা' এতদ্দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ চালু ইহয়া আছে। অর্থাৎ, জুম্মার নামাজের দ্বিতীয় আযান যাহা মসজিদের বাহিরে কিংবা মসজিদের দরজার পরিবর্তে মিম্বরের সন্নিকটে ও খাতিবের সম্মুখে দেওয়া হয়, এবং সকল ওয়াক্তিয়া নামাজের আযান যাহা মিনারায় আরোহণ ব্যতীত মসজিদের ভিতরে মাইকযোগে দেওয়া হয়। ইহা একদিকে যেমন মাকরুয়ে তাহরিমা হারামের নিকটবর্তী অপর দিকে তদ্রূপ ছুন্নত ধ্বংসকারী কিংবা ছুন্নতের পরিপন্থীরূপে নিন্দনীয় বেদআত। এই বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে এ ক্ষুদ্র পুস্তক খানীতে আলোচনা সহ হাদীছ তাফছীরও ফেকার কিতাবাদী হইতে সংগ্রহ পূর্বক সংক্ষেপে ও সযত্নে কিছু দালায়েল পেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে, এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা উল্লেখিত মুছলীম সমাজ হইতে ভ্রান্ত প্রথা দূরীকরণে সমর্থ হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। আমার মুরিদিন মুহিব্বিন তথা ছুন্নীভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই যেন উক্ত ভ্রান্তপ্রথা দূর করিতে সচেষ্ট হয়। অন্য কথায় কেহ যদি আমার এই প্রচেষ্টাকে ভুল প্রমাণ করিতে "চ্যালেঞ্জের সৎসাহস প্রদর্শন করেন তাহাতে অবশ্যই আমি সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিলাম ইনশা আল্লাহ। ওয়ামা আলাইনাইল্লাল্‌ বালাগ্‌।

আহ্‌কার—

মাওলানা রেজভী

ছুন্নী আল ক্বাদেরী

ছেহাহ্ ছিত্তার (মোছলেম শরীফ ব্যতীত) সকল হাদীছের কিতাবেই ইয়াজিদের পুত্র ছায়েব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াজিদের পুত্র ছায়েব বলিয়াছেন—শুক্রবার দিন ইমাম মিম্বারে বসিলে যে আযান দেওয়া হয় তাহাই আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সময়ের প্রথম আযান অনুরূপভাবে, হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ)-এর সময় আযানের উক্ত রীতিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন হজরত উছমান (রাঃ) এর জমানা আসিল তখন তিনি নিজ এজতেহাদ অনুযায়ী জাওরা বাজার নামক স্থানে আর একটি আযান বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সেই হইতে জুম্মার নামাজের দুইটি আযান প্রচলিত হইয়া গেল। বর্তমানে যে আযান প্রথমে দেওয়া হয়, তাহা হইল ছুন্নতে ছাহাবা (রাঃ) অর্থাৎ, হযরত উছমান (রাঃ) এর ছুন্নত। আর খুতবা পাঠের সময় যে আযান দেওয়া হয় তাহাই হইল ছুন্নতে রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। হাদীছের দ্বারা জানা যায় যে, হজরত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার যমানা হইতে ছাহাবায়ে কেরামের জমানা পর্যন্ত জুম্মার নামাজের আযান একটিই ছিল এবং মসজিদের বাহিরেই আযান দেওয়া হইত। মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়ার কোন দলীল নাই।

মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়ার কতিপয় দলীল নিম্নে উল্লেখিত হইল :— ১ নং দলীল : ফতুয়া কাজিখান মিশ্রি ছাপা ১ম খণ্ডে আছে—

ينبغى ان يؤذن على المئذنة او خارج المسجد
ولا يؤذن فى المسجد

অর্থ :- মিনারার উপর অথবা মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়া উচিৎ এবং মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ।

২ নং দলীল :- ফতুয়া খোলাছা কলমী ৬২ পৃষ্ঠায় আছে—

لا يؤذن فى المسجد

অর্থ :- মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া নিষেধ।

৩ নং দলীল :- খাজানাতুল মুফ্‌তী ফছলে ফিল আযান—

لا يؤذن فى المسجد

অর্থ ঃ- মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া অনুচিত।

৪ নং দলীল ঃ- ফতুয়া আলমগিরী মিশ্রি ছাপা ১ম খণ্ড ৫৫ পৃঃ আছে

ينبغى ان يؤذن على المئذنة
او خارج المسجد ولا يؤذن فى المسجد

অর্থ ঃ- মিনারার উপরে অথবা মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়া উচিৎ এবং মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ।

৫ নং দলীল ঃ বাহ্‌রুর রায়েক মিশ্রি ছাপা ১ম খণ্ড ২৬৮ পৃষ্ঠায় আছে— لا يؤذن فى المسجد

অর্থ ঃ- মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ।

৬ নং দলীল ঃ গুনিয়া শরহে মুনিয়া কিতাবের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় আছে—

الاذان انما يكون فى المئذنة
اوخارج المسجد والاقامة فى داخله

অর্থ ঃ- নিশ্চয়ই আযান মিনারায় দেওয়া হয় অথবা মসজিদের বাহিরে এবং একামত মসজিদের ভিতরে হয়।

৭ নং দলীল ঃ- ফতহুল কাদির মিশ্রি ছাপা ১ম খণ্ড ১৭১ পৃষ্ঠায় আছে— قوله المكان فى مسئلتنا مختلف يفيد

كون المعهو داختلاف مكان هما و هو كذ لك شر عا والا قامة فى المسجد ولا بد منه واما لاذان فعلى المئذنة فان لم يكن ففى فناء المسجد وقالوا لايؤذن فى المسجد

অর্থ ঃ ছাহেবে হেদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী আযান একামতের স্থান বিভিন্ন। শরীয়ত মোতাবেক আযান একামতের স্থান বিভিন্ন। একামত মসজিদের ভিতরে এবং তাহাই আবশ্যক। কিন্তু আযান মিনারার উপরে হওয়া উচিত। যদি মিনারা না থাকে তবে মসজিদের বাহিরে হওয়া চাই। উলামাগণ বলিয়াছেন যে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া অনুচিত।

৮ নং দলীল ঃ ফতহুল কাদির মিশ্রি ছাপা ১ম খণ্ড ৪১৪ পৃষ্ঠা

هوذ كر الله فى المسجد اى فى حدوده لكرا هة الاذان فى داخله

অর্থ ঃ জুম্মার খুতবা আল্লাহর জিকির, যেমন—মসজিদে আযান আল্লাহ্র জিকির অর্থাৎ মসজিদের বাইরে আযান দিতে হয় । মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহ।

৯নং দলীল ঃ তাহ্তাবি আলা মারাকিল ফালাহ্ ১২৮ পৃষ্ঠায় আছে -

يُكْرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ فِىْ الْمَسْجِدِ كَمَا فِىْ اَلْقَهَسْتَانِىْ عَنِ النَّظْمِ

অর্থ ঃ মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহ্। এইরূপ শামছুদ্দীন আহমদ কুহুস্থানী মুফতী বুখারা, ইমাম জেন্দিবিছি হইতে লিখিয়াছেন যে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহ্।

১০ নং দলীল ঃ ওমদাতুর রেআয়া হাশিয়া শরহে বেকায়া ২৪৫ পৃষ্ঠায় আছে—

قوله بين يديه اى

مستقبل الامام فى المسجد كان او خارجه والمسنون هو الثانى

অর্থ ঃ বাইনা ইয়াদাইহে, উহার অর্থ এই যে, ইমামের সম্মুখে মসজিদের ভিতরেই হউক বা মসজিদের বাহিরেই হউক। মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়াই ছুন্নত।

১১ নং দলীল ঃ মজমুয়াল ফতুয়া ১ম খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠায়

كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ

অর্থ ঃ শুক্রবার দিনে যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মেম্বারের উপর বসিতেন, তখন মসজিদের দরজায় আযান দেওয়া হইত।

১২নং দলীল ঃ ওমদাতুর্ রেআয়া হাশিয়া শরাহুল বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে—

قوله اذ ان ثانيا و هذ الاذ ان لا طلاع الحاضرين واحضار الغائبين

অর্থ ঃ এই আযান দ্বারা যাহারা মসজিদে উপস্থিত রহিয়াছে তাহাদিগকে খবর দেওয়া হয়; এবং যাহারা মসজিদে উপস্থিত নাই তাহাদিগকে আহ্বান করা হয়।

ফেকাহ্র মো'তাবার কিতাব সমুহে আযান মাত্রই মসজিদের ভিতরে দেওয়া

নিষেধ ও মাক্রূহ্ বলিয়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যে কোন আযানই হউক না কেন হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবে কোন আযানই মসজিদের ভিতরে দেওয়ার নাম-গন্ধ ও নাই। কেবল একামত মসজিদের ভিতরে হয় ; এবং ফোকাহগণ সর্বসম্মতিক্রমে ও সুষ্ঠুরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, একামত মসজিদের ভিতরেই দেওয়া হইবে। যাহারা ইহা বলে যে, আযানে ছানী মসজিদের ভিতরে দেওয়ায় কোন দোষ নাই তাহদের একান্ত কর্ত্তব্য যে, হানাফী মাযহাবের কিতাব হইতে উহার প্রমাণ দেওয়া। অন্যথায় শুধু মৌখিক বাক চাতুরী দ্বারা তর্ক সৃষ্টি করা কিংবা সর্ব সাধারণ কে ধোকা দিয়া ছুন্নতে রাছুল হইতে ফিরাইয়া রাখার দরুণ খোদা তায়ালার নিকট দায়ী হইতে হইবে ও জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

১৩ নং দলীল ঃ বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খণ্ড ৩২পৃষ্ঠা

اذان منارہ پر دی جاۓ یا خارج مسجد اور مسجد میں
اذان نہ کہے مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے ۰ –

অর্থ ঃ আযান মিনারায় হওয়া দরকার, অথবা মসজিদের বাহিরে ; মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরূহ্ অর্থাৎ হারামের নিকটবর্তী

১৪ নং দলীল ঃ বাহারে শরীয়ত ৩য় খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।

یہ حکم ہراذان کے لۓ ہے فقہ کی کسی کتاب میں کو ئی اذان
اس سے مستثنی نہیں اذان ثانی جمعہ بھی اس میں داخل ہے

অর্থ ঃ এই আদেশ প্রত্যেক নামাজের আযানের জন্যেই। ফেকার কোন কিতাবে কোন আযানই ইহার বাহিরে নহে।

শুক্রবার দিন জুম্মার দ্বিতীয় আযানও ইহাতে শামিল রহিয়াছে।

১৫ নং দলীল ঃ তাফছিরে জালালাঈন শরীফ ছুরায়ে জুমুয়া —

اذان الثا نی یوم الجمعۃ علی باب المسجد

অর্থ ঃ জুম্মার দিনের দ্বিতীয় আযান মসজিদের দরজায় হওয়া উচিত।

১৬ নং দলীল ঃ বাহারে শরীয়ত ৩য় খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা

امام اتقا نی و امام ابن الهمام نے یہ مسئلہ خاص باب جمعہ

ہی لکھا - یہاں اس میں البتہ یہ زائد ہے کہ خطیب کے محاذی
ہو یعنی سامنے - باقی مسجد کے اندر منبر سے ہاتھ
د وہاتھ کے فاصلہ پر جیساکہ ہندوستان میں اکثر رواج پڑ
گیا اسکی کوئی سند کسی کتاب میں نہیں حدیث و فقہ دو
نوں کے خلاف ہے -

অর্থ — ইমাম ইত্তেকানী ও ইমাম ইবনুল হাম্মাম এই মাছআলাটি বিশেষ ভাবে জুমার অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে হাঁ ইহাতে একটি কথা অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, খতিবের সম্মুখ বরাবর, আর যাহা ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মসজিদে প্রচলিত আছে যেমন মসজিদের ভিতরে মিম্বরের হাত, দুই হাত দূরে আযান দেওয়া। ইহার কোন দলীল কোন কিতাবেই নাই। ইহা হাদীছ ও ফেকাহ উভয়েরই পরিপন্থি।

ফেকাহ্‌র কিতাব সমুহে লিখিত আছে যে,

اذان ثانیا بین یدی الخطیب یا عند المنبر

অর্থ : 'খতিবের সম্মুখে বা মিম্বারের নিকট দ্বিতীয় আযান দিবে' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতরে দিতে হইবে। এই বিষয়ে সঠিক উত্তর এই যে, যাহারা 'বাইনা ইয়াদাইয়্যেল্ খাতিবে ইন্দাল মিম্বারে'— এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া বুঝিয়াছেন তাহারা নিতান্ত ভুল করিয়াছেন। কারণ, আরবী ভাষায় কতক শব্দ আছে, ঐ গুলিকে 'জর্ফে মাকান মোবহান্' বলা হয় অর্থাৎ ظرف مکان مبہم জর্ফে মাকান মোবহা অর্থাৎ, যে স্থান সীমাবদ্ধ নহে। যে স্থান সমুহের সীমাবদ্ধতা ব্যতীত উল্লেখিত হইল।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যে হাদীছ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে বর্ণিত আছে যে,

অর্থ : রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সম্মূখে মসজিদের দরজায় উল্লেখ আছে যদি (সম্মূখে) এই শব্দের দ্বারা মসজিদের ভিতরেই বুঝা যাইত। তাহা হইলে তৎসঙ্গে (মসজিদের দরজায়) এই শব্দটি

বলা নিঃসন্দেহে অশুদ্ধ হইত। কিন্তু অদ্যাবধি কেহ একথা বলিতে পারে নাই যে, হাদীছের শব্দগুলি সাজানো বা শব্দচয়ন সঠিক হয় নাই। আর ইহা বলিতে কেউ পারিবেওনা। অতএব, উপরোক্ত দলীল সমুহের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, (নিকটে ও সম্মুখে) এই দুইটি কথার অর্থও সীমাবদ্ধ নহে। অতি নিকটে ও বহুদূরে বলিলে কথা এক হয় না- দুইটিই বুঝায়। এই দুইটি শব্দ দ্বারা মসজিদের ভিতরে বুঝা যায় এবং বহিরেও বুঝা যায়। কিন্তু হানাফী মাজহাবের মোতাবার কিতাব সমুহে লিপিবদ্ধ আছে যে, মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ ও মাকরুহ্ এবং বাহিরে ছুন্নত। যদি নিকটে ও সম্মুখে এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া হয়, তাহা হইলে শরীয়ত মতে, নিষেধ, মাকরুহ এবং ছুন্নতের বিরোধী হইতে হয়। আর যদি মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়া হয় তাহা হইলে শরীয়ত অনুযায়ী কোন দোষ নাই বরং ছুন্নতে রাছুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) আদায় হইল। ইমামের বরাবর মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়া হইলেই শরীয়ত মতে কোন দোষের কাজ হয় না ; ছুন্নতের উপর আমল হয়। কাজেই এই অর্থ লওয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য। আর যে সকল কিতাব সমুহে মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া নিষেধ ও মাকরুহ্ বলিয়া লিখিয়াছেন ; ঐ কিতাব সমুহ কোন্ সময় লিখিত হইয়াছে নিম্নে তাহার কতিপয় উল্লেখ করা হইল :—

	কিতাবের নাম	রচনাকারীর কোন সনে ওফাত
১।	আবু দাউদ শরীফ	২৭৫ হিজরী
২।	ফতুয়া কাজীখান	৫৯২ ,,
৩।	তফসীরে কবীর	৬০৬ ,,
৪।	ফতহুল কাদীর	৬৬৮ ,,
৫।	গুণিয়া শরহে মুনীয়া	৯৫৬ ,,
৬।	বাহারোর রায়েক্	৯৭০ ,,

	কিতাবের নাম	রচনাকারীর কোন সনে ওফাত :
৭।	ফতুয়ায়ে আলমগিরী	১১২৬ হিজরী
৮।	তাহতাবি আলা মারকিল ফালাহ	১২৩১ ,,
৯।	মাজমুযাল ফাতাওয়া	১২৯৩ ,,
১০।	বাহারে শরীয়ত	
১১।	তাফসীরে জালালাঈন শরীফ	৯১০ ,,
১২।	তাফসীরে কানজুল ঈমান	১৩৪০ ,,

বেরাদরান ই-মিল্লাত !

জানিয়া রাখিবেন, হাদীছ শরীফে আছে—রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আমার একটি ছুন্নত যে ছাড়িয়া দিবে সে আমার সুপারিশ পাইবে না। দ্বিতীয় হাদীছ এই যে, যে ব্যক্তি আমার একটি মৃত সুন্নতকে জিন্দা করিল সে যেন আমাকে ভালবাসিল; আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসিল সে আমার সঙ্গে বেহেশতে যাইবে। হে ছুন্নী ভ্রাতৃগণ! ওহাবীরা মসজিদের ভিতর আযানের প্রথা চালু করিয়া ছুন্নতকে দাফন করিয়াছে। উক্ত মৃত ছুন্নতকে জিন্দা করতঃ হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ভালবাসা অর্জন করুন।

শেষ কথা এই যে, মসজিদে মাইক ব্যবহার করা বেদাত ও হারাম। আল্লাহর এবাদতের মধ্যে খুলুছিয়াত একান্ত অপরিহার্য। নফ্‌ছানিয়াত হারাম-লোক দেখানো বন্দেগী শেরেক, যার পরিণাম—বেহেশত হারাম। আল্লাহর খাছ এবাদত নামাজে মাইক ব্যবহার করা জায়েজ বলিয়া ফতুয়া দিবার মত আলেম বিশ্বের বুকে জন্ম হয় নাই; আর হইবেও না। আল্লাহ্‌ হেদায়াত নছীব করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামিন। বিছুরমাতে ছাইয়্যেদিল্ মুরছালীন।

স্বাক্ষর—

মাওলানা রেজভী

রেজভীয়া দরবার শরীফ

১লা শাবান, ১৪০৯ হিজরী।

সতরশ্রী, মেহেরকোনা।